www.AmarIslam.com

রিসালা নং ১৪

(BANGLA)

২৮টি কুফরী বাক্য

(28 KALIMATE KUFR)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন
MADANI CHANNEL

MAKTABA TUL MADINAH

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

২৮টি কুফরী বাক্য

শয়তান লাখো অলসতা প্রদর্শন করুক, তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে ঈমান হিফাযতের পাথেয় করে নিন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, মাহবুবে গাফ্ফার, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: “হে লোকেরা! নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্য থেকে আমার উপর দুনিয়াতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।”

(আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮১৭৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

অভাব-অনটন, রোগ-শোক, মানসিক কষ্ট এবং আপন জনের মৃত্যুতে অনেক লোক আঘাতের আতিশয্যে কিংবা উত্তেজনায় এসে **আল্লাহর পানাহ্!** কুফরী বাক্য বলে থাকে। **আল্লাহ তাআলা**র বিরুদ্ধে আপত্তি করা, তাঁকে অত্যাচারী, অভাবী, পর-মুখাপেক্ষী অথবা অপারগ মনে করা কিংবা বলা, এসবই প্রকাশ্য কুফরী বাক্য। **স্মরণ রাখবেন!** শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া জেনে বুঝে যে প্রকাশ্য কুফরী বাক্য বলে এবং অর্থ জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাতে হ্যাঁ বলে বরং এর পক্ষে যে ব্যক্তি মাথা নেড়ে সায় দেয়, সেও কাফির হয়ে যায়। এর বিবাহ-বন্ধন ও বাইয়াত ভঙ্গ হয়ে যায় এবং জীবনের সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়। যদি হজ্ব আদায় করে থাকে, তবে তাও নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঈমান নবায়নের পর (অর্থাৎ পুনরায় নতুন ভাবে মুসলমান হওয়ার পর) সামর্থ্যবান হওয়া সাপেক্ষে নতুন সূত্রে হজ্ব ফরয হবে।

বিপদের সময় বলা হয়, এমন কতিপয় কুফ্‌রী বাক্যের উদাহরণ

﴾১﴿ আপত্তি করে বলা: ঐ ব্যক্তি লোকদের সাথে যা কিছুই করুক, **আল্লাহ**র পক্ষ থেকে তার জন্য পূর্ণ **(FULL)** স্বাধীনতা রয়েছে। ﴾২﴿ এইভাবে আপত্তি করে বলা: কখনো আমরা অমুকের সাথে সামান্য কিছু করলে **আল্লাহ** তৎক্ষনাৎ আমাদের পাকড়াও করে ফেলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

﴾৩﴿ **আল্লাহ** সর্বদা আমার শত্রুদের সহায়তা করেছেন। ﴾৪﴿ সর্বদা সবকিছু **আল্লাহ**র সমীপে সমর্পণ করেও দেখেছি, কিছুই হয়না। ﴾৫﴿ **আল্লাহ তাআলা** আমার ভাগ্যকে এখনো পর্যন্ত সামান্য ভাল করলেন না। ﴾৬﴿ হয়তো তাঁর ভান্ডারে আমার জন্য কিছুই নেই। আমার পার্থিব আশা-আকাঙ্খা কখনো পূর্ণ হলো না। জীবনে আমার কোন দোআ কবুল হলো না। যাকে চেয়েছি সে দূরে চলে গেলো। আমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো। সব ইচ্ছাই অপূর্ণ রয়ে গেলো। এখন আপনিই বলুন, আমি **আল্লাহ**র উপর কীভাবে ঈমান আনব? ﴾৭﴿ এক ব্যক্তি আমাদেরকে অত্যাচারে অতিষ্ট করে রেখেছে। মজার কথা হচ্ছে, **আল্লাহ**ও এমন লোকদের সহায়তা করে থাকেন। ﴾৮﴿ যে ব্যক্তি বিপদে পড়ে বলে: **হে আল্লাহ!** তুমি সম্পদ কেড়ে নিয়েছ। অমুক জিনিস কেড়ে নিয়েছ। এখন কি করবে? অথবা, এখন কি করতে চাও? কিংবা, এখন কি করার বাকী রয়েছে?- তার এ কথা কুফ্‌রী। ﴾৯﴿ যে বলে: **আল্লাহ তাআলা** আমার অসুস্থতা ও ছেলের কষ্ট সত্ত্বেও যদি আমাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন, তবে তিনি আমার উপর জুলুম করলেন।- এটা বলা কুফরী। (আল-বাহরুর রায়িক, ৫ম খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা) ﴾১০﴿ **আল্লাহ তাআলা** সর্বদা দুষ্ট লোকদের সহায়তা করেছেন। ﴾১১﴿ **আল্লাহ তাআলা** অসহায়দের আরও পেরেশান করেছেন।

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অভাব অনটনের কারণে উচ্চারিত কতিপয় কুফরী বাক্যের উদাহরণ

﴾১২﴿ যে বলে: হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দাও আর আমার উপর অভাব অনটন চাপিয়ে দিয়ে অত্যাচার করো না।- এমন বলা কুফরী। (ফতোওয়ায়ে কাজী খান, ৩য় খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা) ﴾১৩﴿ অনেক লোক কর্জ ও ধন সম্পদ অর্জনের জন্য, অভাব- অনটন, কাফিরদের সান্নিধ্যে চাকুরীর জন্য ভিসা-ফরমে, অথবা কোন ভাবে টাকা ইত্যাদি মওকুফের জন্য দরখাস্তে যদি নিজেকে খ্রীষ্টান, ইয়াহুদী, কাদিয়ানী কিংবা যে কোন ধরণের কাফির ও মুরতাদ সম্প্রদায়ের লোক লিখে অথবা লিখানো হয় তার উপর কুফুরীর বিধান বর্তাবে। ﴾১৪﴿ কারো নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন কালে বলা বা লিখা: আপনি যদি কাজ করে না দেন, তবে আমি কাদিয়ানী বা খ্রীষ্টান হয়ে যাব।- এমন উক্তিকারী তৎক্ষনাৎ কাফির হয়ে গেছে। এমনকি কেউ যদি বলে যে, আমি ১০০ বছর পর কাফির হয়ে যাব।- সে এখন থেকেই কাফির হয়ে গেছে। ﴾১৫﴿ "কেউ পরামর্শ দিল: তুমি কাফির হয়ে যাও।" এমতাবস্থায়, সে কাফির হোক বা না হোক, পরামর্শদাতার উপর কুফ্‌রীর বিধান বর্তাবে। এমনকি কেউ কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করল, এর প্রতি সন্তুষ্ট ব্যক্তির উপরও কুফুরীর বিধান বর্তাবে। কেননা কুফ্‌রকে পছন্দ করাও কুফ্‌র। ﴾১৬﴿ বাস্তবিক পক্ষে যদি **আল্লাহ** থাকত, তবে অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করত, ঋণগ্রস্তদের সহায় হত।

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অভিযোগ ও আপত্তির সময় উচ্চারিত কতিপয় কুফরী বাক্যের উদাহরণ

﴾১৭﴿ আমি জানি না **আল্লাহ তাআলা** যখন আমাকে দুনিয়াতে কিছু দিলেন না, তবে আমাকে সৃষ্টিই বা কেন করলেন?- এ উক্তিটি কুফরী। (মিনাহুর রঊয, ৫২১ পৃষ্ঠা) ﴾১৮﴿ কোন অভাবগ্রস্ত লোক নিজের অভাব-অনটন দেখে বলল: **হে আল্লাহ!** অমুকও তোমার বান্দা, তুমি তাকে কত নিয়ামতই দিয়ে রেখেছ এবং আমিও তোমার আরেক বান্দা, আমাকে কত দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছ। এটা কি ন্যায় বিচার? (আলমগিরী, ২য় খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা) ﴾১৯﴿ কথিত আছে: **আল্লাহ তাআলা** ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন, আমি বলছি এসব প্রলাপ মাত্র। ﴾২০﴿ যেসব লোককে আমি ভালবাসি তারা পেরেশানীতে থাকে, আর যারা আমার শত্রু, **আল্লাহ তাআলা** তাদেরকে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে রাখেন। ﴾২১﴿ কাফির ও সম্পদশালীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য আর গরীবও অভাবগ্রস্তদের জন্য দুর্দশা। ব্যস! **আল্লাহর** ঘরের তো সমস্ত রীতিই উল্টো। ﴾২২﴿ যদি কেউ অসুস্থতা, রোজগারহীনতা, অভাব-অনটন অথবা কোন বিপদ-আপদের কারণে **আল্লাহ তাআলার** বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলে: হে আমার রব! তুমি কেন আমার উপর অত্যাচার করছ? অথচ আমি তো কোন গুনাহ্ই করিনি।- তবে সে ব্যক্তি কাফির।

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আপনজনের মৃত্যুতে উচ্চারিত কুফরী বাক্যের উদাহরণ সমূহ

﴾২৩﴿ কারো মৃত্যু হল, একে কেন্দ্র করে অন্যজন বলল: **আল্লাহ তাআলার** এমনটি করা উচিত হয়নি। ﴾২৪﴿ কারো পুত্রের মৃত্যু হল, সে বলল: **আল্লাহ তাআলার** কাছে এর প্রয়োজন ছিল।- এই উক্তিটি কুফরী। কারণ উক্তিকারী আল্লাহ তাআলাকে মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করেছে। (ফতোওয়ায়ে বাযাযিয়া সম্বলিত আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা) ﴾২৫﴿ কারো মৃত্যুতে সাধারণত বলে থাকে: না জানি আল্লাহ তাআলার কাছে তার কী প্রয়োজন হয়ে গেল যে, এত তাড়াতাড়ি আহবান করলেন? অথবা বলে থাকে: **আল্লাহ তাআলার** নিকটও নেক্‌কার লোকদের প্রয়োজন হয়, একারণে শীঘ্রই উঠিয়ে নেন। (এমন উক্তি শুনে মর্ম বুঝা সত্ত্বে সাধারণত লোকেরা হ্যাঁ!-র সাথে হ্যাঁ! মিলিয়ে থাকে, অথবা এর সমর্থনে মাথা নেড়ে থাকে। এদের সবার উপর কুফ্‌রের বিধান আরোপিত হবে)। ﴾২৬﴿ কারো মৃত্যুতে বলল: **হে আল্লাহ!** তার ছোট ছোট সন্তানদের প্রতিও কি তোমার করুণা হল না! ﴾২৭﴿ কোন যুবকের মৃত্যুতে বলল: **হে আল্লাহ!** এর ভরা যৌবনের প্রতি হলেও করুণা করতে! নিতেই যদি হতো, তবে অমুক বৃদ্ধ কিংবা অমুক বৃদ্ধাকে নিয়ে যেতে। ﴾২৮﴿ **হে আল্লাহ!** তোমার কাছে তার এমন কি প্রয়োজন পড়ে গেল যে, এ মুহুর্তেই (এত আগে ভাগেই) তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে।

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ঈমান নবায়নের (অর্থাৎ নতুন ভাবে মুসলমান হওয়ার) নিয়ম

কুফ্‌র থেকে তাওবা ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হবে যখন সে ব্যক্তি কুফরকে কুফর হিসাবে মেনে নিবে, আর অন্তরে ঐ কুফরের প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্ট হবে। যে কুফ্‌র প্রকাশ পেয়েছে, তাওবা কালে তার আলোচনাও হবে। উদাহরণ স্বরূপ: যে ব্যক্তি ভিসা ফরমে নিজেকে খ্রীষ্টান লিখে দিয়েছে, সে এভাবে বলবে: "**হে আল্লাহ!** আমি যে ভিসা ফরমে নিজেকে খ্রীষ্টান বলে প্রকাশ করেছি, সে কুফ্‌র থেকে তাওবা করছি।"

তাওবার পর পড়ুন:

!لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﴿صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم﴾

(অর্থাৎ **আল্লাহ তাআলা** ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহর রাসুল**) এমনিভাবে সুনির্দ্দিষ্ট কুফ্‌রের তাওবাও হয়ে গেল এবং ঈমান নবায়নও (অর্থাৎ নতুন ভাবে মুসলমান হওয়া) ও হয়ে গেল। مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! যদি একাধিক কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে থাকে, এবং স্মরণ না থাকে যে, কি কি বলেছে, তবে এভাবে বলবে: **হে আল্লাহ!** আমার থেকে যে যে কুফরী প্রকাশ পেয়েছে, আমি তা থেকে তাওবা করছি। অতঃপর কালিমা শরীফ পাঠ করে নিবেন।

(যদি কালিমা শরীফের অনুবাদ জানা থাকে, তবে মুখে পূণরায় অনুবাদ বলার প্রয়োজন নেই) যদি এটা জানাই না থাকে, কুফরী বাক্য উচ্চারণ করেছিল নাকি করেনি তবুও যদি সে সাবধানতা মূলক তাওবা করতে চায়, তবে এভাবে বলবে: "**হে আল্লাহ!** যদি আমার থেকে কোন কুফ্র হয়ে থাকে, তবে আমি তা থেকে তাওবা করছি।" এটা বলার পর কালিমা শরীফ পাঠ করে নিবেন। (সবাই প্রতিদিন সময়ে সময়ে কুফ্র থেকে সাবধানতামূলক তাওবা করতে থাকা উচিত)

বিবাহ নবায়নের পদ্ধতি

বিবাহ নবায়নের অর্থ হচ্ছে: নতুন মোহর নির্ধারণ করে নতুন ভাবে বিবাহ করা। এজন্য লোকজন একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। ইজাব ও কবুলের নামই হচ্ছে বিবাহ। তবে বিবাহ সম্পাদন কালে স্বাক্ষী স্বরূপ কমপক্ষে দুইজন মুসলমান পুরুষ অথবা একজন মুসলমান পুরুষ ও দুইজন মুসলমান মহিলার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। বিবাহের খুতবা শর্ত নয় বরং তা মুস্তাহাব। খুতবা স্মরণ না থাকলে اَعُوْذُ بِاللهِ এবং بِسْمِ اللهِ শরীফের পর সূরা ফাতিহাও পড়া যায়। কমপক্ষে ১০ দিরহাম অর্থাৎ দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা রৌপ্য (বর্তমান ওজনের হিসাবে ৩০ গ্রাম ৬১৮ মিলি গ্রাম রৌপ্য) অথবা এর সমপরিমাণ টাকা মোহর হিসাবে ওয়াজিব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

উদাহরণ স্বরূপ: আপনি ৭৮৬ টাকা বাকীতে মোহরের নিয়্যত করে নিলেন। (কিন্তু এটা দেখে নিবেন যে, মোহর নির্ধারণ করার সময় উক্ত রৌপ্যের মূল্য ৭৮৬ টাকার বেশী যেন না হয়)- তবে এমতাবস্থায় উল্লেখিত স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে আপনি 'ইজাব' করবেন। অর্থাৎ মহিলাকে বলবেন: "আমি ৭৮৬ টাকা মোহরের বিনিময়ে আপনাকে বিবাহ করলাম।" মহিলা বলবে: "আমি কবুল করলাম।" বিবাহ হয়ে গেল (তিন বার ইজাব ও কবুল বলা আবশ্যক নয়, যদি করে তবে উত্তম) এমনও হতে পারে, মহিলা নিজেই খুৎবা কিংবা সূরা ফাতিহা পাঠ করতঃ **'ইজাব'** করবে। আর পুরুষ বলবে: "আমি কবুল করলাম।" বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহের পর স্ত্রী যদি চায়, তবে মোহর ক্ষমাও করে দিতে পারে। কিন্তু শরীয়াতের প্রয়োজন ছাড়া পুরুষ স্ত্রীর নিকট মোহর ক্ষমা করার আবেদন করবে না।

মাদানী ফুল: যেসব অবস্থায় বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন: প্রকাশ্য কুফরী বাক্য উচ্চারণ করল এবং মুরতাদ হয়ে গেল, তখন বিবাহ নবায়ন কালে মোহর নির্ধারণ করা ওয়াজিব। অবশ্য, সাবধানতামূলক বিবাহ নবায়নকালে মোহরের প্রয়োজন নেই।

সাবধানতা: মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর তাওবা এবং ঈমান নবায়নের পূর্বে যে ব্যক্তি বিবাহ করল, তার বিবাহই হয়নি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ফুযুলী বিবাহের পদ্ধতি

মহিলা জানেই না, আর কোন ব্যক্তি পুরুষের সাথে উপরোল্লেখিত স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে মহিলার পক্ষে **'ইজাব'** করে নিল। যেমন; বলল: আমি ৭৮৬ টাকা বাকী দেন-মোহরের পরিবর্তে অমুক বিনতে অমুক বিন অমুককে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম। পুরুষ বলল: 'আমি কবুল করলাম।' এটা ফুযুলী বিবাহ হয়ে গেল। অতঃপর মহিলাকে খবর দেওয়া হল কিংবা বর নিজেই বলল। আর সে কবুল করে নিল, তবে বিবাহ হয়ে গেল। পুরুষও **'ইজাব'** করতে পারে। 'ফুযুলী বিবাহ' হানাফীদের মতে জায়েয। কিন্তু 'খিলাফে আওলা' অবশ্য শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীদের মতে 'বাতিল' (অগ্রাহ্য)।

জাহান্নামের শাস্তির স্বরূপ

যে ব্যক্তির مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ কুফরী প্রকাশ হয়ে গেছে, তার উচিত দলিলাদিতে ফেঁসে যাবার চেয়ে তাৎক্ষনিকভাবে তাওবা করে নেওয়া। যার শেষ পরিণতি কুফরের উপর হবে, সে সব সময়ের জন্য জাহান্নামে থাকবে। যদিও দুনিয়ার মধ্যে সে প্রকাশ্যে নেক্কার, নামাযী ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী পরহেযগার হয়ে থাকুক না কেন। **আল্লাহর কসম!** জাহান্নামের শাস্তি কেউ সহ্য করতে পারবে না।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

কুফরের মৃত্যুতে মৃত্যুবরণকারীদেরকে ফিরিশতারা লোহার এমন ভারী হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করবে যদি কোন হাতুড়ী পৃথিবীতে রেখে দেওয়া হয়, তবে সমগ্র মানব ও দানব একত্রিত হয়েও তা উঠাতে পারবে না। "বুখতী উট" (অর্থাৎ এমন এক প্রজাতির উট যা সাধারণত অন্যান্য উটদের তুলনায় বড় হয়ে থাকে) এর গর্দান বরাবর বিচ্ছু, আর **আল্লাহ তাআলা** জানেন কত বড় বড় সাপ, যদি একবার দংশন করে তবে তার জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যথা ও অস্থিরতা ৪০ বৎসর পর্যন্ত থাকবে। মাথায় গরম পানি বইয়ে দেওয়া হবে। জাহান্নামীদের শরীর থেকে যে পুজঁ প্রবাহিত হবে, তা (তাদের) পান করানো হবে। খাওয়ার জন্য কাঁটা যুক্ত যাক্কুম (গাছের) ফল, দেওয়া হবে। তা এমন হবে যে, এর সামান্য এক ফোঁটা যদি পৃথিবীতে এসে পড়ে, তবে তার জ্বালা-যন্ত্রণা ও দুর্গন্ধ সমগ্র দুনিয়াবাসীর জীবনকে দুর্বিসহ করে দিবে। আর তা গলদেশে গিয়ে ফাঁস সৃষ্টি করবে। তা অপসারণের জন্য পানি খুজঁবে। তখন এদেরকে তেলের গাদের ন্যায় অসহনীয় ফুটন্ত গরম পানি দেওয়া হবে। যা মুখের নিকটে আসতেই মুখের সমগ্র চামড়া বিগলিত হয়ে তাতে খসে পড়বে এবং পেটে যেতেই আঁতগুলোকে ছিন্ন বিছিন্ন করে দিবে। আর তা ঝোলের ন্যায় প্রবাহিত হয়ে পা গুলোর দিকে বের হয়ে আসবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

ঈমান হিফাযতের ওয়াজিফা

بِسۡمِ اللهِ عَلٰی دِیۡنِیۡ بِسۡمِ اللهِ عَلٰی نَفۡسِیۡ وَوُلۡدِیۡ وَاَھۡلِیۡ وَمَالِیۡ ۝

সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করলে দ্বীন ও ঈমান, জান-মাল, সন্তান-সন্তুতি সবই নিরাপদ থাকবে। (অর্ধরজনী অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সময়কে সকাল এবং যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়।)

নোট: এ রিসালায় আপনি সংক্ষেপে ২৮টি কুফরী বাক্যের উদাহরণ লক্ষ্য করেছেন। আরো বিস্তারিত কুফ্‌রী বাক্য সম্পর্কে জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সুওয়াল জাওয়াব"** অধ্যয়ন করুন।

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
*ফিরদাউসে **আক্বা** ﷺ এর*
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১৯ রবিউন্ নূর শরীফ ১৪৩৩ হিজরী
12 - 02 - 2012

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যায়

হাদীস শরীফে রয়েছে: ‘যে ব্যক্তি ভালভাবে ওজু করল, অতঃপর আসমানের দিকে মুখ উঠিয়ে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করল, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়। যেটি দিয়েই ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।’

(সুনানে দারেমী, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৭১৬)

দৃষ্টিশক্তি কখনও দুর্বল হবে না

যে ব্যক্তি ওজু করার পর আসমানের দিকে মুখ করে সূরা কদর পাঠ করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার দৃষ্টিশক্তি কখনও দুর্বল হবে না। (মাসায়িলুল কুরআন, ২৯১ পৃষ্ঠা)

ওজুর পর তিন বার সূরা কদর পাঠ করার ফযিলত

হাদীস শরীফে রয়েছে, যে ব্যক্তি ওজু করার পর এক বার সূরা কদর পাঠ করে, সে ব্যক্তি সিদ্দীকিনদের পর্যায়ভূক্ত । আর যে ব্যক্তি দুই বার পাঠ করে, সে ব্যক্তি শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি তিন বার পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** সে ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে নবীগণের সাথে রাখবেন।

(ইমাম সুয়ূতী কৃত জমউল জাওয়ামে, ৭ম খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৮১৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা’আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।” (মিশকাত শরীফ)

ওজুর পরে পাঠ করার দোআ (আগে ও পরে দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

যে ব্যক্তি ওজু করার পর নিচের দোআটি পাঠ করবেন তবে (অর্থাৎ দোআটি পড়লে) এটিতে মোহর মেরে আরশের নিচে রেখে দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন এটির পাঠককে দিয়ে দেওয়া হবে।

سُبْحٰنَکَ اللّٰہُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشْہَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ

অনুবাদ: ‘**হে আল্লাহ্!** তুমি পবিত্র। আর তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতিত আর কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে গুনাহ মাফ চাই। আর তোমার দরবারে তাওবা করছি।’ (শুআবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস : ২৭৫৪)

ওজুর পরে এই দোআটিও পড়ে নিন

(আগে ও পরে দরূদ শরীফ সহকারে)

اَللّٰہُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَہِّرِیْنَ

অনুবাদ: ‘**হে আল্লাহ্!** আমাকে তুমি বেশি বেশি তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে নাও। আর আমাকে সর্বদা পবিত্র অবস্থান কারীদের দলভূক্ত করে দাও।’ (সুনানে তিরমিযি , ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন। (মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অনাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলোন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে,

"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislamo.net

Web: www.dawateislami.net